সর্ব্বথা পরিপূর্ণ বলিয়া এবং নিখিল পাপ ও নরক নিরসন করেন বলিয়াও যিনি বাসুদেব নামে খ্যাত, যিনি অন্তর্হৃদয়ে যে আকাশ আছে, সেই আকাশই যে শ্রীভগবানের আবির্ভাববিশেষের শরীর অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ, সেই পরমাত্মসংজ্ঞক অন্তর্যামিস্বরূপে ও নির্ব্বিশেষ রূপে আবির্ভাব হন বলিয়া যাঁহার চিন্মাত্রসত্তা ব্রহ্ম নামে বিখ্যাত, সেই ভগবান বাসুদেবস্বরূপে কর্ম্মফল সমর্পণের দ্বারা অধিকতর ভক্তির আবির্ভাব হয়। শ্রীভগবানের নিরাকারত্বনিবারক বিশেষণ দিয়াছেন—"মহাপুরুষরূপোপলক্ষণে" অর্থাৎ শাস্ত্রে মহাপুরুষের যে রূপের কথা শুনা যায়, সেই রূপটি যে শ্রীভগবৎস্বরূপে লক্ষিত অর্থাৎ দৃষ্ট হয় এবং সেই রূপটিই বা কি প্রকার—তাহাই বিশেষরূপে পরিচয় করাইতেছেন। শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, শঙ্খ, চক্র, গদা প্রভৃতি দ্বারা উপলক্ষিত অর্থাৎ চিহ্নিত। আরও একটি বিশেষণ দিতেছেন যে "হৃল্লিখিতেন আত্মনি পুরুষরূপেণ বিরোচমানে" অর্থাৎ নিজভক্তজন-হৃদয়েতে অঙ্কিত পুরুষরূপে সুশোভন। এই গদ্যটির সার নিষ্কর্ষ এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত ভক্তের হৃদয়ে শ্রীভগবানের শ্রদ্ধাযুক্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিলক্ষণাভক্তি দিনে দিনে বেগবতী হইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকে। যে শ্রীভগবান্ নির্ব্বিশেষস্বরূপে আবির্ভূত হইয়া ব্রহ্ম সংজ্ঞা লাভ করিয়া থাকেন এবং জীব ও প্রকৃতির নিয়ামকরূপে পরমাত্মা সংজ্ঞা লাভ করেন, যিনি ভক্তহৃদয়চিত্তপটে লিখিত চিত্রের মত শোভাযুক্ত হইয়া থাকেন, যে শ্রীভগবান, শ্রীবৎস, কৌস্তুভ, চক্র, গদা প্রভৃতি ভূষণ ও চিহ্নে চিহ্নিত, সেই বাসুদেব সংজ্ঞা ভগবানে ভক্তি হইয়া থাকে ॥ ২২৩ ॥

সেই পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মার্পণ দুই প্রকার—(১) ভগবৎ-প্রীণনরূপ (২) ভগবানে অর্পণরূপ। কূর্ম্মপুরাণে উক্ত আছে—

প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্ম্মণানেন শাশ্বতঃ।
করোতি সততঃ বুদ্ধ্যা ব্রহ্মার্পণং ইদং পরম্ ॥

অর্থাৎ পরমেশ্বর ভগবান্ এই কর্ম্মের দ্বারা সন্তুষ্টি লাভ করুন—এই বুদ্ধিতে যে জন কর্ম্ম করে, সেইটি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মার্পণ। অথবা—

যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্য্যাৎ পরমেশ্বরে।
কর্ম্মনামেতদপ্যাহু ব্রহ্মার্পণমনুত্তমম্ ॥

যে জন পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্মের ফল সমর্পণ করে, এই কর্ম্মফলসমর্পণ শ্রেষ্ঠ ব্রহ্মার্পণ। সেই কর্ম্মার্পণেরও তিনটি নিমিত্ত আছে, প্রথম—কামনা-সিদ্ধি, দ্বিতীয়—নৈষ্কর্ম্ম্য, তৃতীয়—ভক্তিমাত্র। কেবল নিষ্কামভাবে তাহা সম্ভব